দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

এগিয়ে যাক প্রাণের বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তা আক্তার ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ ইং ০০:০০ মিঃ

একটি সুন্দর স্বপ্ন আর অনেক সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মত প্রতিষ্ঠানের তুলনা নেই। তারই ধারাবাহিকতায় বরিশালবাসীর প্রাণের দাবিতে বরিশালে গড়ে ওঠে একটি ও একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। নদীর অববাহিকায় দুটি সেতুর মাঝে দক্ষিণবঙ্গের সর্ববৃহত্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান। বরিশালবাসীর অদম্য ইচ্ছা আর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ক্রমাগত চেষ্টায় গড়ে ওঠে স্বপ্নের সেই বিদ্যাপিঠ। নদীর নির্মল হাওয়া আর প্রকৃতির অপার প্রেমের মাঝে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম চলে আসছে হাজারো শিক্ষার্থীর স্বপ্ন পূরণের দাবি নিয়ে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই তিলে তিলে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে হাজারো শিক্ষার্থীর মাঝে। বিশ্বমানের নেতৃত্বের জন্য এবং সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে একদল দক্ষ তরুণ শিক্ষক নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন বিভিন্ন বিভাগের হয়ে। এই বিদ্যাপিঠের অধিকাংশ শিক্ষকই বয়সে তরুণ বিধায় তারা ছাত্র-ছাত্রীদের মনের ভাব বুঝতে পারে সহজেই। তাদের মত করে তাদের পড়তে শেখানো, তাদেরকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শেখার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে নতুন উদ্যমে। এই শিক্ষকরাই নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করে যাচ্ছেন এবং তরুণদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকরাই তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে রেখেছে সেশনজট মুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের শক্ত হস্তক্ষেপের কারণে এখন পর্যন্ত এখানে রাজনৈতিক হানাহানি মুক্ত। রাজনীতির নৃশংসতার পাঠ এখানে হয় না। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতি এখনো সুন্দর। এখানে র‍্যাগিং মুক্ত ক্যাম্পাস রয়েছে। আশেপাশের সব ক্যাম্পাসের চেয়ে এই ক্যাম্পাস বড় ছোটদের শ্রদ্ধা-স্নেহযুক্ত ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাসে নিজেদের সৃজনশীলতা বিকাশে আছে বেশ কিছু সামাজিক সংগঠন। এর মধ্যে ডিবেটিং ক্লাব, ৭১'র চেতনা, সুহৃদসহ রয়েছে আরো অন্যান্য সংগঠন। বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণেরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই অল্প সময়ে নিয়ে এসেছে একাধিক সাফল্য। তারা তাদের অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের মুখ করেছে উজ্জ্বল। বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যদল, যারা ইতিমধ্যে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে। রয়েছে ক্রীড়া অঙ্গনেও অসামান্য সাফল্য। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সমঝোতার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এক প্রাঞ্চল পরিবেশ। প্রিয় শিক্ষকরা পাঠ্যবইর বাইরে বেড়িয়ে বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় করেছে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী। শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক চর্চায় রয়েছে আমাদের শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশ. ক্যাম্পাস সূচনার পর থেকে ঘরে-বাইরে খেলাধুলায় রয়েছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। তাছাড়াও বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, পেশাভিত্তিক

উন্নয়নের জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠানে রয়েছে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও অর্জন। ইয়্যুথ ফেস্ট, বাংলাদেশ ইনোভেশন ফোরাম, নাসা অ্যাপস্ এর বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় রয়েছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অসামান্য অবদান।

অল্প সময়ের প্রতিযোগিতার ফলে প্রাপ্তির পাশাপাশি রয়েছে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের নানা অপূর্ণতা। প্রতিষ্ঠার এতগুলো বছর পরেও প্রশাসন ছাত্র-ছাত্রীদের লাইব্রেরি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। প্রতিবছর দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসা শিক্ষার্থীদের জন্য নেই পর্যাপ্ত পাঠ্য বইয়ের সংরক্ষণ। নিজস্ব হল ব্যবস্থা চালু হলেও তাতে রয়েছে রিডিংরুম সীমাবদ্ধতা, নিম্নমানের খাবার সরবরাহ ও বিভিন্ন বিধি-নিষেধ। নিরাপত্তা বাউন্ডারি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের কাজ শুরু হলেও তার পরিসমাপ্তি ঘটায়নি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সেশনজট না থাকলেও বর্ধিত সিলেবাস ব্যবস্থার কারণে অনেক বিভাগ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেমিষ্টার শেষ করতে পারে না ফলে ঐ সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজ করে অনিহা। নিজস্ব ক্যাফেটেরিয়ার সুযোগ না থাকায় বাইরের খাবার গ্রহণ হয় ব্যয়বহুল। কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর যাতায়াত ব্যবস্থার রয়েছে অনেক ঘাটতি। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ব্যবস্থার ঘোষণা প্রশাসন অনেক আগে দিয়ে থাকলেও নেই তার কোনো বাস্তবায়নের উদাহরণ। এভাবে অর্জনগুলোর পাশাপাশি প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে যা সাধারণের মনে তৈরি করে সংশয়। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বিভিন্ন ক্যারিয়ারভিত্তিক আয়োজন হয় হাতেগোনা, যার সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন বলে মনে করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের সফলতাগুলো সত্যিই ভালোলাগা তৈরি করে। অল্প সময়ের পরিসরে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জনগুলো পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস। যথাযথ কর্তৃপক্ষের পৃষ্ঠপোষকতা, শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধারণ শিক্ষার্থীদের অদম্য চেষ্টার সংমিশ্রনে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য আর সম্ভাবনার দ্বার সুদূর প্রসারিত। প্রাপ্তি আর না পাওয়ার হিসেবটুকু নাইবা মিলুক, তবুও এগিয়ে যাক প্রাণের বিশ্ববিদ্যালয়, অদম্য গতিতে।

n লেখক :শিক্ষার্থী, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক: তাসমিমা হোসেন।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত